ভন্ডামি পরিহার করুন

إن التحلي بالصفات الإيجابية
يؤدي إلى راحة البال

ভন্ডামি পরিহার করা

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2023 দ্বারা প্রকাশিত

যদিও এই বইটির প্রস্তুতিতে প্রতিটি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, প্রকাশক এখানে থাকা তথ্য ব্যবহার করার ফলে ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য বা ক্ষতির জন্য কোনও দায়বদ্ধতা গ্রহণ করবেন না।

ভন্ডামি পরিহার করা

প্রথম সংস্করণ। 5 মে, 2023।

কপিরাইট © 2023 ShaykhPod Books.

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সূচিপত্র

স্বীকৃতি

কম্পাইলারের নোট

ভূমিকা

ভন্ডামি পরিহার করা

ভন্ডামির প্রকারভেদ

অজ্ঞতা

অকৃতজ্ঞতা

দ্বিমুখী

দেখানো বন্ধ

অলসতা

দুর্নীতি

মন্দের আদেশ এবং ভালো কাজের নিষেধ

লোভ

অবাধ্য

অল টক নো অ্যাকশন

ওভার কনফিডেন্স

মিথ্যা কথা

বিশ্বাসঘাতকতা

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা

অন্যদের অপমান করা

উপসংহার

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

একজন মুসলিমকে মহৎ চরিত্র অবলম্বন করতে হলে তাদের অবশ্যই সচেতন হতে হবে এবং খারাপ চরিত্র এড়িয়ে চলতে হবে। এক ধরনের চরিত্র যা অনেক খারাপ বৈশিষ্ট্য ধারণ করে এবং যা পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর হাদীসের বিষয়বস্তু হয়েছে তা হল ভন্ডামি। এটি একটি গভীর এবং বিপর্যয়কর আধ্যাত্মিক রোগ যা একজন ব্যক্তিকে এমন সূক্ষ্মভাবে প্রভাবিত করতে পারে যে তারা তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে কতটা দখল করেছে সে সম্পর্কে সচেতন না হয়ে সারা জীবন কাটাতে পারে। তাই, এই বইটি ভন্ডামির দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করবে যাতে মুসলমানরা সেগুলো এড়িয়ে চলতে পারে এবং এর পরিবর্তে উন্নত চরিত্র গ্রহণ করতে পারে।

জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে মহৎ চরিত্র। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলীর মধ্যে একটি, যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের 68 নং আয়াত আল কালামে প্রশংসা করেছেন:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

তাই মহৎ চরিত্র অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করা সকল মুসলমানের কর্তব্য।

ভন্ডামি পরিহার করা

ভন্ডামির প্রকারভেদ

ভন্ডামী দুই প্রকারঃ বড় ও গৌণ। প্রধান ধরনটি মূলত তাদেরকে বোঝায় যারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে বসবাস করতেন। তারা বাহ্যিকভাবে ঈমানকে গ্রহণ করেছে এবং অন্তর দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান হওয়ার সুবিধা লাভ করা, যেমন যুদ্ধের মালামাল এবং তারা ইসলামকে ভিতর থেকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। তাদের জন্য জাহান্নামের সর্বনিম্ন গভীরে অনন্ত শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 145:

"নিশ্চয়ই, মুনাফিকরা আগুনের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে - এবং আপনি তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবেন না।"

গৌণ টাইপ কাউকে ইসলামের ভাঁজ থেকে বের করে দেয় না তবে এটি এমন চরিত্রের কম নয় যা একজন সফল মুসলিম থেকে অনেক দূরে। যে ব্যক্তি আন্তরিক অনুতাপ না করে এর উপর অটল থাকে সে উভয় জগতেই শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে।

অজ্ঞতা

মুনাফিকরা হল সেই সমস্ত লোক যারা পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসে পাওয়া শিক্ষার অপব্যাখ্যা করে, নিজেদের ইচ্ছা পূরণের জন্য এবং ন্যায়পরায়ণ পূর্বসূরিদের অনুসরণ করার দাবি করে।

তাদের কাছে উপকারী জ্ঞান অর্জনের চেয়ে অজ্ঞতা প্রিয়। এমনকি যদি তারা কিছু জ্ঞান অর্জন করে তবে কোন জিনিসগুলিকে কাজ করতে হবে এবং কোনটি উপেক্ষা করতে হবে তা বেছে নেয়। পবিত্র কুরআনে এই লোকদের বর্ণনা করা হয়েছে যাদের জ্ঞান তাদের কোন উপকারে আসে না। অধ্যায় 62 আল জুমুআহ, আয়াত 5:

"...এবং তারপরে তারা গাধার মতই (তাদের জ্ঞানে কাজ) করতে ব্যর্থ হয়েছে বই ভর্তি..."

অকৃতজ্ঞতা

সন্দেহ এবং আকাঙ্ক্ষা তাদের হৃদয়কে আঁকড়ে ধরেছে তাই তারা স্থায়ী পরকালের চেয়ে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দেয়। সৎকর্ম করেও বস্তুজগত লাভ করা ছাড়া তাদের উদ্দেশ্য কিছুই নয়। তারা সহীহ বুখারি, 1 নম্বরে পাওয়া বিখ্যাত হাদিসটি মনে রাখতে ব্যর্থ হয়, যা স্পষ্টভাবে পরামর্শ দেয় যে তাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী বিচার করা হবে। তারা এখনও ধার্মিকদের মত আচরণ করে, বিচারের দিনে কোন ন্যায়বান পুরস্কার পাবে না। তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের চেয়ে মানুষকে খুশি করা পছন্দ করে। তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে যখন কেউ মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্য রাখে, তখন এই সুরক্ষা সুস্পষ্ট না হলেও তিনি তাদেরকে মানুষের অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা করবেন। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি মানুষের আনুগত্য বেছে নেয় তবে তারা মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে তাদের রক্ষা করবে না।

দ্বিমুখী

দ্বিমুখী হওয়া ভন্ডামির লক্ষণ। এই সেই ব্যক্তি যে তাদের আচরণ পরিবর্তন করে বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকদের খুশি করার জন্য যাতে কিছু পার্থিব জিনিস লাভ করার ইচ্ছা থাকে। তারা বিভিন্ন লোকেদের প্রতি তাদের সমর্থন দেখিয়ে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে এবং তাদের প্রতি অপছন্দকে আশ্রয় করে। তারা লোকদের প্রতি আন্তরিক হতে ব্যর্থ হয় যা সুনানে আন নাসাই, 4204 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। যদি তারা তাওবা করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা পরকালে নিজেদেরকে আগুনের দুটি জিভ দিয়ে দেখতে পাবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4873 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 14:

“যখন তারা মুমিনদের সাথে দেখা করে, তখন তারা বলে: “আমরা ঈমান এনেছি” কিন্তু যখন তারা তাদের দুষ্ট সঙ্গীদের সাথে দেখা করে (গোপনে), তারা বলে: “নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সাথে আছি; আমরা নিছক ঠাট্টা করছিলাম।"

দেখানো বন্ধ

আরেকটি লক্ষণ হল খ্যাতি এবং অন্যান্য পার্থিব জিনিসের জন্য মানুষকে দেখানো। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 142:

“নিশ্চয়ই, মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়, কিন্তু তিনি তাদের ধোঁকা দিচ্ছেন। আর যখন তারা নামাযের জন্য দাঁড়ায়, তখন তারা অলসভাবে দাঁড়ায়, লোকদেরকে দেখায় এবং সামান্য ব্যতীত আল্লাহকে স্মরণ করে না।"

প্রদর্শন করা এমন একটি গুরুতর আধ্যাত্মিক রোগ যে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে ইবনে মাজা, 3989 নং হাদিসে এটিকে শিরকের গৌণ সংস্করণ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি এটি করবে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে ইহকাল বা পরকালে কোনো পুরস্কার লাভ করবেন না। বিচার দিবসে তাদের বলা হবে যে তারা তাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার চাও, যা সম্ভব হবে না। জামি আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রদর্শন করা এতটাই মারাত্মক যে এটি একজন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়, তা নির্বিশেষে সে যে সৎকর্মই করুক না কেন। উদাহরণস্বরূপ, একজন শহীদ, আলেম এবং একজন উদার ব্যক্তিকে বিচারের দিন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে কারণ তাদের কাজগুলি অত্যন্ত সৎ ছিল। সহীহ মুসলিমের ৪৯২৩ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে ।

অলসতা

মুনাফিকির আরেকটি দিক হল ঈমানের ব্যাপারে অলস হওয়া এবং দুনিয়ার ব্যাপারে আগ্রহী ও প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া। এটা প্রায়ই দেখা যায় যে কিছু মুসলমান কিভাবে সহজেই সম্পদ উপার্জন করে রাত কাটাতে পারে কিন্তু তাদের যদি পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মতো স্বেচ্ছাসেবী ইবাদতে রাতের একটি ছোট অংশ উত্সর্গ করার অনুরোধ করা হয় তবে তারা এটিকে বোঝা মনে করে এবং হঠাৎ অলস হয়ে যায়। এই একই লোকেরা এখনও ভ্রমণ বা বিনোদনের জন্য মাঝরাতে আনন্দের সাথে বের হবে, যখন তাদের সকালের ফরজ নামাজের জন্য স্থানীয় মসজিদে উপস্থিত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় তখন তাদের দেহ স্থাবর পাহাড়ের মতো হয়ে যায়। এই লোকেরা পার্থিব জ্ঞান শেখার জন্য ঘন্টার শেষ সময় উত্সর্গ করবে। যা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়, তবুও পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত বা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদিস অধ্যয়নের শক্তি বা সময় পাবে না। তারা ঘন্টার পর ঘন্টা টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে থাকবে তাদের নির্বোধ নাটক এবং চলচ্চিত্র উপভোগ করে, একটি ছোট ধর্মীয় অনুষ্ঠান দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানালে তাদের চোখ হঠাৎ খোলা রাখার পক্ষে ভারী হয়ে উঠবে। এটা আশ্চর্যজনক যে কিভাবে মুসলমানরা মহান আল্লাহর নিরন্তর সাহায্য এবং সমর্থন কামনা করে, তবুও তারা তাদের দিনের একটি ছোট অংশকে এমন কাজগুলিতে উৎসর্গ করতে খুব অলস হয় যা বাধ্যতামূলক নামাজের বাইরে তাকে খুশি করে যা সম্পূর্ণ হতে এক ঘন্টারও কম সময় নেয়। মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে তারা যা দেয় তাই তারা পাবে। যদি তারা অলস আচরণ করে এবং সেই কাজগুলি থেকে দূরে সরে যায় যা মহান আল্লাহকে খুশি করে, তবে তাদের প্রয়োজনের সময় তাঁর কাছ থেকে খুব বেশি সাহায্যের আশা করা উচিত নয়। কেউই আশা করে না যে একজন মুসলমান সারাদিন ধার্মিকতার কাজে নিবেদিত করবে তবে একজন মুসলমানের উচিত তাদের দৈনন্দিন সময়সূচী সম্পর্কে আন্তরিকভাবে চিন্তা করা এবং নিজের জন্য সততার সাথে বিচার করা উচিত যদি তারা সেই সমস্ত কাজের জন্য যতটা সময় নিবেদন করে যা তারা মহান আল্লাহকে খুশি করে। যদি একজন ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয় সম্পদ

উপার্জন এবং অন্যান্য পার্থিব কাজকর্মের জন্য সময় বের করতে পারে তবে তার অলসতা পরিহার করা উচিত এবং মহান আল্লাহর জন্য সময় করা উচিত।

তারা পার্থিব কাজকর্মে দ্রুত কিন্তু সৎকর্ম সম্পাদনে অত্যন্ত ধীর। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) একবার জামে আত তিরমিযী, 160 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ফরজ নামাজ আদায়ের প্রতি তাদের মনোভাব বর্ণনা করেছিলেন। তারা তাদের ফরজ নামাজ পড়ার জন্য শেষ সম্ভাব্য মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করে, ছুটে যায়। এর মাধ্যমে এর শিষ্টাচারগুলি পূরণ না করে, যেমন প্রতিটি অবস্থানের মধ্যে বিরতি দেওয়া, এবং তারা তাদের পার্থিব কাজকর্মে ফিরে যাওয়ার একটু আগে মহান আল্লাহকে স্মরণ করে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 142:

"নিশ্চয়ই, মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়, কিন্তু তিনি তাদের ধোঁকা দিচ্ছেন। আর যখন তারা নামাযের জন্য দাঁড়ায়, তখন তারা অলসভাবে দাঁড়ায়, লোকদেরকে দেখায় এবং সামান্য ব্যতীত আল্লাহকে স্মরণ করে না।"

এই লোকেরা খুব কমই মসজিদে জামাতে নামাজ আদায় করে যদিও তাদের কাছে কোন বৈধ অজুহাত নেই। প্রকৃতপক্ষে, তাদের বাধা দেওয়ার একমাত্র জিনিস হল ধার্মিকতার কাজের প্রতি তাদের চরম অলসতা। অনেক হাদিস এর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করলেও তারা এই সৎ কাজ এড়িয়ে চলে। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার সুনানে আবু দাউদ, 548 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, তিনি অন্য কাউকে নামাযের ইমামতি করার জন্য নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন এবং তারপর সেই পুরুষদের ঘরের জন্য আদেশ দিতে চেয়েছিলেন। পুড়িয়ে ফেলার বৈধ কারণ ছাড়া মসজিদে জামাতের সাথে নামাজ পড়বেন না। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আন নাসায়ী, 850 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস উপদেশ দেয় যে, যে ব্যক্তি মহানবী

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সময়ে বৈধ অজুহাত ব্যতীত মসজিদে জামাতের সাথে ফরয সালাত আদায় করেনি, সাহাবায়ে কেরামকে মুনাফিক বলে গণ্য করতেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, কারণ এটি ছিল তাদের স্বাভাবিক অভ্যাস।

দুর্নীতি

ভন্ডামির আরেকটি লক্ষণ হলো একজন ব্যক্তি সমাজে দুর্নীতি ছড়ায়। এই নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য একটি পারিবারিক ইউনিট থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক স্তরে শেষ হওয়া সমস্ত সামাজিক স্তরকে প্রভাবিত করে। এই ধরনের ব্যক্তি লোকেদের ভালোর জন্য একত্রিত হতে দেখতে অপছন্দ করেন কারণ এটি অন্যদের পার্থিব মর্যাদা তাদের নিজের থেকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। এটি তাদের গীবত এবং অপবাদের দিকে চালিত করে যাতে লোকেরা একে অপরের বিরুদ্ধে পরিণত হয়। তাদের মন্দ মনোভাব তাদের আত্মীয়তার বন্ধনকে ধ্বংস করে এবং যখন তারা সুখী অন্য পরিবারগুলিকে লক্ষ্য করে তখন তাদের সুখকেও নষ্ট করে দেয়। তারা দোষ সন্ধানকারী যারা তাদের সামাজিক মর্যাদা নিচে টেনে আনতে অন্যের ভুল উন্মোচন করার জন্য তাদের সময় উৎসর্গ করে। তারাই প্রথম ব্যক্তি যারা অন্যদের সম্পর্কে গসিপ করা শুরু করে এবং যখনই ভালো কথা বলা হয় তখন বধির আচরণ করে। শান্তি এবং শান্ত তাদের বিরক্ত করে তাই তারা নিজেদের বিনোদনের জন্য সমস্যা তৈরি করতে চায়। তারা সুনানে ইবনে মাজা, 2546 নম্বরে পাওয়া হাদিসটি মনে রাখতে ব্যর্থ হয়। এটি উপদেশ দেয় যে যে ব্যক্তি অন্যের দোষ ঢেকে রাখবে, মহান আল্লাহ তাদের দোষগুলো ঢেকে দেবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যের দোষ-ত্রুটি খুঁজবে এবং উন্মোচন করবে, মহান আল্লাহ তাদের দোষ-ত্রুটি মানুষের সামনে তুলে ধরবেন। সুতরাং বাস্তবে, এই ধরনের ব্যক্তি সমাজের কাছে শুধুমাত্র তাদের নিজেদের দোষগুলো উন্মোচন করছে যদিও তারা বিশ্বাস করে যে তারা অন্যের দোষগুলো প্রকাশ করছে।

মন্দের আদেশ এবং ভালো কাজের নিষেধ

ভন্ডামির একটি অংশ হল যে একজন ব্যক্তি কেবল নিজেরাই খারাপ কাজ করে না এবং সৎ কাজ থেকে বিরত থাকে তবে তারা অন্যকেও একই কাজ করতে উত্সাহিত করে। তারা চায় অন্যরা তাদের মতো একই নৌকায় থাকুক যাতে তারা তাদের খারাপ চরিত্রে কিছুটা স্বস্তি পায়। তারা শুধু নিজেরাই ডুবে না, অন্যকেও তাদের সাথে নিয়ে যায়। মুসলমানদের অবশ্যই জানা উচিত যে একজন ব্যক্তি তাদের আমন্ত্রণের কারণে পাপ করে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জবাবদিহি করা হবে। এই ব্যক্তিকে এমনভাবে গণ্য করা হবে যেন সে পাপ করেছে যদিও সে অন্যদেরকে এর দিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 203 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এই কারণেই কেউ কেউ বলেছেন যে ধন্য সেই ব্যক্তি যার মন্দ তাদের সাথে মারা যায় কারণ অন্যরা তাদের মন্দ উপদেশে কাজ করলে তাদের পাপ বৃদ্ধি পাবে যদিও তারা আর নেই। জীবিত

লোভ

ভন্ডামির আরেকটি দিক হলো লোভ। তাদের চরম লোভ তাদেরকে মহান আল্লাহ থেকে দূরে, মানুষের থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছাকাছি রাখে। জামি আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অন্যরা দান করাকে তারা অপছন্দ করে কারণ তাদের লোভ অন্যদের কাছে প্রকাশ পায়। পূর্বে উল্লিখিত হিসাবে, তারা মানুষকে দাতব্য দান করা থেকে বিরত রাখে কারণ তারা সমাজে অন্যকে উদার হিসাবে লেবেল করা অপছন্দ করে। তাই তারা সর্বদা লোকেদের দাতব্য দান করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে যেমন খারাপ কারণে দাতব্য সংস্থাকে কন আর্টিস্ট হিসাবে লেবেল করা। এই লোকদের উপেক্ষা করা উচিত কারণ মহান আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে লোকদের বিচার করেন যা সহীহ বুখারির 1 নম্বর হাদিসে প্রমাণিত। সুতরাং তাদের দান করা সম্পদ গরীবদের কাছে না পৌঁছালেও যতক্ষণ পর্যন্ত একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির মাধ্যমে দান করে। সুপরিচিত দাতব্য তারা তাদের নিয়ত অনুযায়ী তাদের পুরস্কার পাবে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 67:

“মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী একে অপরের। তারা অন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং সৎকাজে নিষেধ করে এবং তাদের হাত বন্ধ করে…”

অবাধ্য

মুনাফিকির আরেকটি নিদর্শন হল যে, একজন ব্যক্তি আল্লাহ, মহান ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পছন্দকে অপছন্দ করে, যদিও তাদেরকে তাদের বশ্যতা স্বীকার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 65:

"কিন্তু না, আপনার পালনকর্তার কসম, তারা [সত্যিকার] বিশ্বাস করবে না যতক্ষণ না তারা আপনাকে, [হে মুহাম্মদ] তাদের নিজেদের মধ্যে যে বিষয়ে বিতর্ক করে তার বিচার না করে এবং তারপরে আপনি যে বিচার করেছেন তাতে নিজেদের মধ্যে কোন অস্বস্তি না পান এবং [হে মুহাম্মদ] পূর্ণ, ইচ্ছুক] জমা।"

তারা বিশ্বাস করে যে তাদের নিজস্ব মতামত এবং চিন্তা মহান আল্লাহর পছন্দের চেয়ে উচ্চতর। এটি তাদের প্রান্তে মহান আল্লাহর ইবাদত করতে বাধ্য করে। অর্থ, ভালো কিছু ঘটলে তারা মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। কিন্তু যখন তাদের ইচ্ছার পরিপন্থী কিছু ঘটে তখন তারা অধৈর্য হয়ে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

“এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে

পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যে রীতি অনুসরণ করা উচিত, তার ইচ্ছা অনুযায়ী কেউ বাছাই করা উচিত নয়। এরা এমন লোক যারা তাদের ইচ্ছামত কাজ করে এবং যখন তাদের আরও গুরুত্বপূর্ণ রেওয়ায়েতগুলিতে কাজ করতে বলা হয় তখন তারা কেবল দাবি করে যে তারা বাধ্যতামূলক নয়। এটি ভন্ডামির একটি দিক হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

অল টক নো অ্যাকশন

ভন্ডামির আরেকটি দিক হল যখন কেউ মৌখিকভাবে অন্যদের জন্য সমর্থন দেখায় এবং তাদের ভাল প্রকল্প যেমন, একটি মসজিদ নির্মাণ, কিন্তু যখন সময় আসে প্রকল্পে অংশ নেওয়ার যেমন, সম্পদ দান করার সময় তারা অদৃশ্য হয়ে যায়। একইভাবে, লোকেরা যখন ভাল সময়ের মুখোমুখি হয় তখন তারা তাদের প্রতি তাদের আনুগত্যের কথা অন্যদের মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য মৌখিকভাবে তাদের সমর্থন করে। কিন্তু জনগণ যে মুহূর্তে অসুবিধার সম্মুখীন হয় এই মুনাফিকরা কোন মানসিক বা শারীরিক সমর্থন দেয় না। বরং তারা তাদের সমালোচনা করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে মুনাফিকদের এই মনোভাব ছিল। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 62:

“অতএব কেমন হবে যখন তাদের হাতের বর্ধনের কারণে তাদের উপর বিপর্যয় নেমে আসে এবং তখন তারা আল্লাহর নামে শপথ করে আপনার কাছে আসে, “আমরা সদাচরণ ও বাসস্থান ছাড়া আর কিছুই চাইনি।”

ওভার কনফিডেন্স

ভণ্ডামির আরেকটি লক্ষণ হল যে একজন ব্যক্তি সর্বদা নিরাপদ এবং নিরাপদ বোধ করবে এই ভয় থেকে যে তারা ভন্ড হতে পারে। তারা সর্বদা অন্যদের কাছে ঘোষণা করে এবং নিজেদেরকে বোকা বানিয়ে বিশ্বাস করে যে তারা সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে যা মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য। যখন তাদের কাছে কপটতার কথা বলা হয় তখন তারা এ বিশ্বাস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় যে তাদের আধ্যাত্মিক অন্তরে এর কোন অংশ নেই এবং তারা নিজেদের জন্য পবিত্রতা দাবি করে। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 32:

"...সুতরাং নিজেদেরকে শুদ্ধ বলে দাবি করো না; কে তাকে ভয় করে সে সম্পর্কে তিনিই সবচেয়ে বেশি জানেন।"

অন্যদিকে একজন সত্যিকারের বিশ্বাসী সর্বদা ভয় করবে যে তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়ে ভণ্ডামি লুকিয়ে আছে। তারা ক্রমাগত নিজেদের বিচার করে যাতে তাদের আত্মা থেকে এটি অনুসন্ধান এবং উপড়ে ফেলা যায়। এমনকি যখন তারা সৎকাজ সম্পাদন করে যেমন, তারা যে প্রার্থনা বা দান-খয়রাতের ভয় করে তা মহান আল্লাহ তায়ালা কবুল করবেন না, কারণ তাদের উদ্দেশ্য ও কর্মে কিছু ভণ্ডামি রয়েছে। অধ্যায় 23 আল মুমিনুন, আয়াত 60:

"এবং যারা তারা যা দেয় তা দেয় যখন তাদের অন্তর ভীত থাকে[1] কারণ তারা তাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে আসবে।"

মুনাফিকরা কিছুই করে না এবং নিরাপদ বোধ করে যেখানে বিশ্বাসীরা মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে, ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয় এবং তবুও তারা পরকালে ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা করে।

মিথ্যা কথা

সহীহ বুখারী, 2749 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে মিথ্যা বলা মুনাফিকির একটি দিক। মিথ্যা বলা অগ্রহণযোগ্য যে এটি একটি ছোট মিথ্যা যা প্রায়ই একটি সাদা মিথ্যা বলা হয় বা যখন কেউ একটি রসিকতা হিসাবে মিথ্যা বলে। এই সব ধরনের মিথ্যা বলা হারাম। প্রকৃতপক্ষে, যে মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে, তাই তাদের উদ্দেশ্য কাউকে ধোঁকা দেওয়া নয়, জামি আত তিরমিযী, 2315 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে তিনবার অভিশাপ দেওয়া হয়েছে।

আরেকটি জনপ্রিয় মিথ্যা যা লোকেরা প্রায়শই বলে যে এটি একটি পাপ নয় তা হল যখন তারা শিশুদের সাথে মিথ্যা বলে। এটি নিঃসন্দেহে একটি গুনাহ যেমন সুনানে আবু দাউদ, নং 4991 এ পাওয়া যায়। বাচ্চাদের সাথে মিথ্যা বলা পরিষ্কার মূর্খতা কারণ তারা এই পাপপূর্ণ অভ্যাসটি শুধুমাত্র বড়দের কাছ থেকে গ্রহণ করবে যে তাদের সাথে মিথ্যা বলে। এইভাবে আচরণ করা দেখায় যে শিশুদের মিথ্যা বলা গ্রহণযোগ্য যখন এটি ইসলামের শিক্ষা অনুসারে গ্রহণযোগ্য নয়। শুধুমাত্র খুব বিরল এবং চরম ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা গ্রহণযোগ্য, উদাহরণস্বরূপ, একটি নিরপরাধ ব্যক্তির জীবন রক্ষা করার জন্য মিথ্যা বলা।

জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকা জরুরী, এটি অন্যান্য গুনাহের দিকে নিয়ে যায় যেমন, গীবত করা এবং লোকদের উপহাস করা। এই আচরণ একজনকে জাহান্নামের দরজার দিকে নিয়ে যায়। যখন কোন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে থাকে তখন মহান আল্লাহ তাকে মহান মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন। কেয়ামতের দিন একজন ব্যক্তির কী ঘটবে তা ভবিষ্যদ্বাণী করতে একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন নেই, যাকে মহান আল্লাহ মহান মিথ্যাবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

সমস্ত মুসলমান ফেরেশতাদের সঙ্গ কামনা করে। তবুও, যখন একজন ব্যক্তি মিথ্যা বলে তখন তারা তাদের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, মিথ্যাবাদীর মুখ থেকে বাদ দেওয়া দুর্গন্ধ ফেরেশতাদের তাদের থেকে এক মাইল দূরে সরিয়ে দেয়। জামে আত তিরমিযী, 1972 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

বিশ্বাসঘাতকতা

সহীহ বুখারী, 2749 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে আমানতের খেয়ানত করা মুনাফিকির একটি দিক।

এর মধ্যে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের কাছ থেকে থাকা সমস্ত আমানত রয়েছে। প্রত্যেকটি নিয়ামত তাদের উপর অর্পিত হয়েছে মহান আল্লাহ। এই আমানতগুলো পূরণ করার একমাত্র উপায় হলো দোয়াগুলোকে সেভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আরও আশীর্বাদ লাভ করবে কারণ এটি সত্য কৃতজ্ঞতা। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব...'

মানুষের মধ্যে বিশ্বাস পূরণ করাও গুরুত্বপূর্ণ। যাকে অন্যের জিনিসপত্র অর্পণ করা হয়েছে সে যেন সেগুলোর অপব্যবহার না করে এবং মালিকের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করে। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিশ্বাস হল কথোপকথন গোপন রাখা যদি না অন্যকে জানানোর মধ্যে কিছু সুস্পষ্ট সুবিধা না থাকে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি প্রায়ই মুসলিমদের মধ্যে উপেক্ষা করা হয়।

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা

সহীহ বুখারী, 2749 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে ওয়াদা ভঙ্গ করা মুনাফিকির একটি দিক।

একজন মুসলমানের সবচেয়ে বড় প্রতিশ্রুতি হল মহান আল্লাহর সাথে, যা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করা। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। লোকেদের সাথে করা অন্যান্য সমস্ত প্রতিশ্রুতিও অবশ্যই রাখা উচিত যদি না একজনের কাছে একটি বৈধ অজুহাত থাকে, বিশেষ করে যেগুলি একজন পিতামাতা সন্তানদের সাথে করেন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা শুধুমাত্র শিশুদের খারাপ চরিত্র শেখায় এবং তাদের বিশ্বাস করতে উত্সাহিত করে যে প্রতারক হওয়া একটি গ্রহণযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সহীহ বুখারী, 2227 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে তিনি তার বিরুদ্ধে হবেন যে তাঁর নামে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তারপরে বৈধ অজুহাত ছাড়াই তা ভঙ্গ করে। যার বিরুদ্ধে মহান আল্লাহ আছেন, তিনি শেষ বিচারের দিন কিভাবে সফল হতে পারেন?

অন্যদের অপমান করা

সুনানে নাসাই-এ পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, ভণ্ডামির লক্ষণ হল অন্যদের অপমান করা, বিশেষ করে যখন তারা তাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করে। অন্যদের সাথে কথা বলার সময় একজন মুসলমানের কখনই অশ্লীল এবং পাপপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করা উচিত নয়। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে বিচারের দিনে একজন ব্যক্তিকে জাহান্নামে পতিত করার জন্য শুধুমাত্র একটি পাপপূর্ণ শব্দ লাগে। জামে আত তিরমিযী, 2314 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। একজন মুসলমানের উচিত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে মেনে চলা উচিত, মন্দ কথার জবাব সদয় শব্দ দ্বারা বা তাদের কেবল নীরব থাকা উচিত। যে ব্যক্তি অশ্লীল ভাষায় কথা বলে তাকে উপেক্ষা করুন।

উপসংহার

একজন মুসলমানকে অবশ্যই একজন প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করতে হবে এবং এই বইয়ে আলোচিত বৈশিষ্ট্যগুলিকে এড়িয়ে চলতে হবে। জ্ঞান অর্জনের পর তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করতে হবে কারণ কর্ম ছাড়া জ্ঞান মূর্খ এবং মূল্যহীন। এই সব সঠিক উদ্দেশ্য সঙ্গে করা আবশ্যক. এ কারণেই বলা হয়েছে, জ্ঞানী ছাড়া সবাই বিপদে পড়েছে। আর যারা তাদের জ্ঞানের উপর আমল করে তারা ছাড়া জ্ঞানীরা বিপদে পড়ে। এই দলটি তারা ছাড়া সবাই বিপদে পড়েছে যারা সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে, মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য। আর এই দলটি বিপদে আছে তারা ছাড়া যাদের উপর মহান আল্লাহ রহমত করেছেন।

বেশি বিনামূল্যের ইবুক

https://ShaykhPod.com/Books

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

দৈনিক ব্লগ: www.ShaykhPod.com/Blogs
ছবি: https://shaykhpod.com/category/pics
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman
PodKid : https://shaykhpod.com/podkid
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন:
http://shaykhpod.com/subscribe

Achieve **N**oble **C**haracter